মেহেরপুরে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগে আত্মীয়করণ ও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য ও আত্মীয়করণ করার অভিযোগ উঠেছে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মচারি নিয়োগে বাণিজ্যকরণ ও আত্মীয়করণ বন্ধের দাবীতে সুবিদপুর গ্রামের একরামুল হক নামের এক ব্যক্তি মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমি শিক্ষা অফিসার বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

একরামুল হক তার লিখিত অভিযোগে বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহাবুল ইসলাম ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আপন চাচাত ভাই। তারা দুজন পরস্পর যোগসাজসে বিদ্যালয়ে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক, একজন ল্যাব সহকারী, একজন নিরাপত্তা সহকারী ও একজন পরিচ্ছন কর্মী নিয়োগ নিয়ে শুরু করেছেন নিয়োগ বাণিজ্য। এসব নিয়োগে প্রধান শিক্ষক তার স্ত্রী ও সভাপতির নিকট আত্মীয়সহ প্রতিবেশীদের নিয়োগ দেওয়ার পায়তারা চালাচ্ছেন। ইতোমধ্যে তারা নিজস্ব প্রার্থী ও তাদের সাজানো প্রতিযোগীদের ঠিক করে রেখেছেন বলে জানা গেছে।

এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেবেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহাবুল ইসলামের স্ত্রী জেসমিন নাহার ডলিকে। এছাড়া ল্যাব এ্যসিসটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আরিফুল হকের ভাইস্তি সবুজ আহম্মেদকে। পিন্টু নামের অপর একজনকে তার পরীক্ষার একজন প্রতিযোগী হিসেবে রেখেছেন। পরিচ্ছন্ন কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে ওই গ্রামের মশাইয়ের স্ত্রীকে পরীক্ষার প্রতিযোগী হিসেবে রেখেছেন শাজাহানের স্ত্রী বাসেনা খাতুনকে।

লিখিত অভিযোগে একরামুল হক আরো বলেন, ৪টি পদে লোক নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া করলেও নোটিশ বোর্ড বা বাইরে কোনো যায়গায় নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র দেননি প্রধান শিক্ষক ও স্কুল কমিটির সভাপতি। কোন পত্রিকাতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন

এব্যাপারেও কোনো কিছু জানেনা স্থানীয়রা। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠণ নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক। তারা একে অপরে চাচাত ভাই হওয়ার কারণে, দুর্নীতি ও লুটপাট সহজেই করে পার পেয়ে যাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক ও ব্যাবস্থাপনা কমিটির সভাপতির।

সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আরিফুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অনুরোধে বিদ্যালয়ে মিটিং করে ৪ টি পদের জন্য একটি স্থানীয় ও একটি জাতীয় দৈনিকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনেকেই আবেদন করেছেন। আমি সেই আবেদনপত্রগুলি প্রধান শিক্ষককে এন্ট্রি করে রাখতে বলেছি। বিধিমোতাবেক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। আত্মীয়করণ বলতে তিনি বলেন, যোগ্য কোনো লোক থাকলে সে তো আবেদন করতেই পারে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহাবুল ইসলাম বলেন, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। আমার স্ত্রী সহকারী প্রধান শিক্ষক পদের জন্য আবেদন করেছেন। সরকারি বিধি মোতাবেক পরীক্ষা নেওয়া হবে। যারা টিকবে তাদেরকেই নিয়োগ দেয়া হবে।

সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অনোয়ার হোসেন বলেন, আমি যতদুর জানি সুবিদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনো নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এসংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলে অভিযোগের বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প’র পিডি হলেন রমেশ চন্দ্র ঘোষ

যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প’-এর প্রকল্প পরিচালক (পিডি) হিসেবে নিয়োগ পেলেন কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ। তিনি কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বুধবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ-১ শাখার উপ-সচিব মো. জসিম উদ্দিন স্বাক্ষরিত স্মারকের এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করে।

চলতি বছরের ২৮ জুন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ ২০১৫ সালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এরপর থেকে তিনি অদ্যবধি একই পদে কর্মরত। এর আগে, কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরষ্কার পেয়েছিলেন মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ।

শিক্ষা জীবনে রমেশ চন্দ্র ঘোষ সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার দেয়াড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি, পরে কলারোয়া সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) থেকে ২০০৭ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ২০০৯ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগ থেকে তিনি এমএস ডিগ্রি লাভ করেন।

চাকরি জীবনে বিসিএস (কৃষি) ২৯তম ক্যাডার হিসেবে ২০১১ সালে বাগের হাটের রামপাল উপজেলায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। পরে দেড় বছরের মাথায় বদলি হয়ে যোগদান করেন খুলনার দৌলতপুর মেট্রোপলিটন কৃষি অফিসে। সেখান থেকে পদোন্নতি পেয়ে ২০১৫ সালে মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন।

রমেশ চন্দ্র ঘোষ সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার দেয়াড়া ইউনিয়নের দেয়াড়া গ্রামের রাধাপদ ঘোষ এবং স্মৃতি রাণী ঘোষের ছেলে। পারিবারিক জীবনে রমেশ চন্দ্র ঘোষ দুই কন্যা সন্তানের জনক। তার পরিবারে মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, কন্যাসহ মোট ১৪ জন সদস্য রয়েছে।

জানা গেছে, কৃষক সংগঠন তৈরি, ফল বাগান সৃজন, নিরাপদ ফসল ও সবজি উৎপাদন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, জৈবসার উৎপাদন, ইঁদুর নিধন, কৃষি বাতায়নের সহায়তায় মিরপুর উপজেলায় কৃষি উন্নয়নে রমেশ চন্দ্র ঘোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার উদ্যোগে মিরপুর উপজেলায়

৫৩৬টি কৃষক সংগঠন, ১টি কৃষি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। কৃষি বাতায়নে মিরপুর উপজেলার ৫০ হাজার ৮৩০ জন কৃষকের তথ্য দেন তিনি।

বোরো মৌসুমে মিরপুর উপজেলার ১৭ হাজার কৃষকের ধানের ব্লাস্ট রোগ সংশ্লিষ্ট সতর্কবার্তা পাঠিয়েছেন। তার কর্মতৎপরতায় মিরপুর উপজেলায় ২৪২টি ফল বাগান, ২০ হাজার তালবীজ রোপণ, ৩ হাজার ৮০০ হেক্টর শস্যের বহুমুখীকরণ, ৫৭২০ পিট জৈব সার উৎপাদন, ২ হাজার ৭০০ হেক্টর ধৈঞ্চা চাষ, ২১৫টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ, আমন ধানের ক্ষেতে শতভাগ পার্চিং, সবজি ক্ষেতে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন এবং ১ লাখ, ২১ হাজার, ৫৩৪টি ইঁদুর নিধন করা হয়েছে।

এছাড়া উঠান বৈঠক, মাঠ দিবস, কৃষক সমাবেশ, কৃষি বায়োস্কোপ ইত্যাদির মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে এনেছেন। রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, আমি চাই কৃষকের উন্নয়ন, কৃষির উন্নয়ন।

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন করে কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করি। যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পে কৃষি ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ ঘটবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

৬৬ জনকে নিয়োগ দেবে বিসিক

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। ১৭টি ভিন্ন পদের বিপরীতে মোট ৬৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। পদগুলোতে নারী ও পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম

প্রোগ্রামার, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাজেট অফিসার, নিরীক্ষা কর্মকর্তা, ঊর্ধ্বতন নকশাবিদ, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, সহকারী প্রোগ্রামার, কারিগরি কর্মকর্তা, নকশাবিদ, কম্পিউটার অপারেটর, ক্যাশিয়ার, ড্রাফটসম্যান, করণিক তথা কম্পিউটার

মুদ্রাক্ষরিক্, প্রধান বাবুর্চি, ফিল্ড স্টাফ, টেকনিক্যাল হেলপার।

পদসংখ্যা

সর্বমোট ৬৬ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পদ অনুস্বারে যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে প্রার্থীরা বিভিন্ন পদে আবেদন করতে পারবেন। পদ ভেদে প্রার্থীর কয়েক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ২০২২ সালের ১ আগস্ট ১ থেকে ১১ নম্বর পদের জন্য উল্লিখিত বয়সসীমা প্রযোজ্য হবে। ১২ থেকে ১৭ নম্বর পদের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা/ শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সময়সীমা ১৮ থেকে ৩২ বছর।

বেতন

বিভিন্ন পদের জন্য জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী বেতন-ভাতা দেওয়া হবে।

আবেদন প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে (http://bscic.teletalk.com.bd) আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২।

সূত্র : প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইট।

বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিতে